REG. NO. C. 853

জঙ্গীপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১॥০ টাকা। নগদ মূল্য ১০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য /০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে

শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

মুরারি বটিকা।

—:০:—

সর্ব্ববিধ নূতন পুরাতন প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত ম্যালেরিয়া জ্বরের অদ্বিতীয় মহৌষধ।

সিভিল সার্জ্জন, এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ও অন্যান্য ডাক্তারগণ দ্বারা বিশেষ পরীক্ষিত, প্রশংসিত এবং চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইতেছে। রোগের উৎপত্তি ও প্রতীকার সম্বন্ধে পরীক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কলিকাতায় স্থাপিত স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন নামক সর্ব্বোচ্চ বিদ্যালয়ের হাসপাতালে রোগীকে মুরারি বটিকা, সেবন করানয় আশ্চর্য্য ফল দর্শিয়াছে এবং মুরারি বটিকা ম্যালেরিয়ার যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ তাহা সপ্রমাণিত হইয়াছে। ২০ বটিকার শিশির মূল্য এক টাকা মাত্র।

বেঙ্গল প্রিজার্ভিং কোম্পানী

১০নং ডিহি ইটালী রোড, কলিকাতা।

১৪শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ২৩শে কার্ত্তিক বুধবার ১৩৩৪ ইংরাজী 9th November 1927. | ২৪শ সংখ্যা।

হিলিংবাম

গত ৩১ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমন করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইঁহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমারা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এম, আর, সি, এস এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২॥০
" " ছোট শিশি ১৷০

স্যাঙ্গো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর সম্মুখে বর্ষা পড়িতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাঙ্গো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাঙ্গো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাঙ্গো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫॥০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

গুণে গন্ধে সৌরভসম্পদে

কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
মুখকে সুন্দর করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
চুলকে খুব কাল করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
কেশ পতন বন্ধ করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
চিন্তাশীলের সহায়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
রমণীর অতি প্রিয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
শ্রেষ্ঠ প্রেমোপহার।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সবারই নিত্য প্রয়োজ

মুল্য প্রতি শিশি এক টাকা ডাক ব্যয় সাত আনা।

কলেরায় নিরাপদ হইতে হইলে

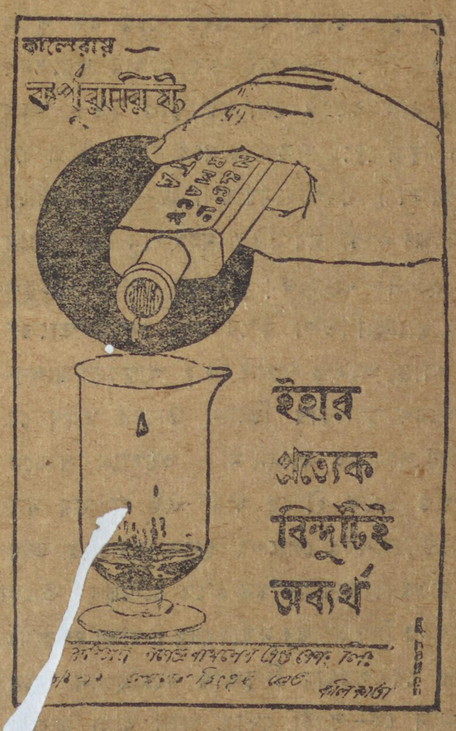

কর্পূরারিষ্ট ঘর করিয়া রাখা উচিত।

মূল্য আট আনা মাত্র

ডাক ব্যয় স্বতন্ত্র।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার—কবিরাজ শ্রীশক্তিপদ সেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

২৩শে কার্ত্তিক বুধবার ১৩৩৪ সাল।

ব্রাহ্মণের স্বার্থপরতা।

—:•:—

আজকাল ব্রাহ্মণেতর অনেক জাতির মুখে শোনা যায়—ব্রাহ্মণেরা সমাজের কর্ত্তা ছিলেন ব'লে তাঁরা অন্যান্য বর্ণের সুবিধার দিকে লক্ষ্য না ক'রে নিজেদের স্বার্থ ও সুবিধা সংরক্ষণের জন্য হিন্দুশাস্ত্রের যথেচ্ছা বিধান ক'রে গেছেন।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখিয়ে দেন—ব্রাহ্মণের অশৌচ দশ দিন আর শূদ্রের একমাস। সর্ব্ববিধ শাস্ত্রীয় কর্ম্মে ব্রাহ্মণ-ভোজন অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রাদ্ধের দানাদি যা' কিছু সব যা'তে ব্রাহ্মণের ঘরে ঢুকে তার ব্যবস্থা ক'রে গিয়েছেন। মোট কথা সব তাতেই নিজেদের লাভের দিকে যথেষ্ট লক্ষ্য ক'রে সমস্ত বিধি প্রণয়ন করেছেন।

শাস্ত্রকর্ত্তা ব্রাহ্মণগণকে এই অভিযোগের দায় হইতে মুক্ত করার ক্ষমতা আমাদের নাই। সত্য সত্যই সেই সকল ব্রাহ্মণগণকে অপরাধীর কাটরায় দাঁড় করিয়ে তাঁদের মুখের জবাব, সাক্ষী সাবুদ বা সাফাই নেবার সুযোগ পাবার উপায় নাই। তাঁদের দরদের দরদী বা তাঁদের তথাকথিত বংশধর বা স্থলাভিষিক্তগণ তাঁদের এই অভিযোগ মুক্ত করার মত গুণসম্পন্ন কেহই নাই।

তাঁদের হ'য়ে কৈফিয়ৎ একটু দিচ্ছি—তাঁরা নিজে দশ দিনে অশৌচমুক্ত হ'তেন, এতে তাঁদের আহার বিহারের সুবিধা কিছুই হ'তোনা। অশৌচে তোমরা যে কঠোর ভাব অবলম্বন কর তাঁরা আজীবন কালই সেইভাবে কাটাতেন। আলো চাল, কাঁচ কলা, একটু ঘি একটু দুধ খেয়ে আজন্ম কাবার করতেন। শোবার কম্বল তাও ক'জনের মিলতো? গুরুগৃহে অধ্যয়ন হ'তে আরম্ভ ক'রে 'বনং ব্রজেৎ' পর্য্যন্ত সেই কঠোর ব্রত।

আধুনিক বৃহৎ শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান—যেমন বৃষোৎসর্গ, দুর্গোৎসব প্রভৃতি কর্ম্মের ফর্দ্দের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করলে বোঝা যাবে যে দেশের কোন ব্যবসায়ী বা শিল্পীকে তাঁরা তাদের লভ্যাংশ হ'তে বঞ্চিত করেন নাই। তাঁরা তো এখনকার পুরুত ঠাকুর বা গুরুঠাকুরের মত পুঁজি করতেন না। যা' পেতেন তাই সৎকর্ম্মে ব্যয় করতেন। তাই তাঁদের দান করেও লোকের তৃপ্তি হত। আজ ব্রাহ্মণের যে নমুনা দেখে ব্রাহ্মণদের গাল দিচ্ছ তাঁরা সে ব্রাহ্মণ ছিলেন না। বেশীদিনের কথা নয়—এই নবদ্বীপে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ নবদ্বীপাধিপতির মহৎ দান প্রত্যাখ্যান ক'রে বলেছিলেন—মহারাজ! আমার গাছে তেঁতুল পাতা আছে, ছাত্রেরা ভিক্ষা ক'রে চাল আনে তাতেই আমি বেশ আছি, আমার অভাব কি? শাস্ত্রকার ব্রাহ্মণ-গণ তারও অনেক পূর্ব্বেকার ছিলেন তাঁদের ত্যাগ যে কি ছিল তাহা অনেকেই জানেন না। বর্ত্তমানে "পড়িলে ভেঁড়ার শিঙে ভাঙ্গে হীরের ধার" এই বাক্যের মত অযোগ্য লোভী, স্বার্থপর লোকের হাতে সমাজের ভার প'ড়ে দেব চরিত্র ঋষিগণ কলঙ্কিত হ'তে বসেছেন। তাঁদের একটী যজমানের পিতৃশ্রাদ্ধের নজীর দেখ। রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্র যে অবস্থায় পিতৃশ্রাদ্ধ করেছিলেন তখন তাঁকে বলেননি যে—ব্যাটা তোর রাজা বাবা মরেছে যেমন করে পারিস দানসাগর শ্রাদ্ধ করতেই হবে। তাঁর জন্যে ব্যবস্থা ক'রেছিলেন "যদন্নঃ পুরুষো রাজন্ তদন্না পিতৃদেবতা"। পিতৃবিয়োগের পর যজমানের অস্থাবর সম্পত্তি আত্মসাৎ করার স্পৃহা তাঁদের ছিল না। চণ্ডাল গুহকের বাড়ী খাওয়ার অপরাধে রামচন্দ্রের মাথা মুড়িয়ে ভুরু কামিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করার কথাও শোনা যায় না। এতেও কি তাঁরা খালাস পাবার যোগ্য নন।

গাল দিতে ইচ্ছা হয় গাল দাও আজকালকার ভূদেব-গণকে। যাঁরা নিজের পিতৃ-মাতৃ শ্রাদ্ধে দেন সাহেবকে পার্টি। 'মৃতায় ভূড়ি ভোজনম্' এর পরিবর্ত্তে ভুঁড়ি-ভোজন করান। ছেলের বিয়েতে কন্যাদায়গ্রস্তের সর্ব্বস্বান্ত ক'রে খাওয়ান বাজারের নাচওয়ালী বেশ্যাকে। জগদম্বার পুজো ক'রে মায়ের দ্বারা আদিষ্ট হন কতকগুলি ভাতওয়ালাকে ভাত দিতে। কা'রো বাড়ীর কুমড়ো কা'রো বাড়ীর শশা, কা'রো বাড়ীর কলা জুলুম বা কায়দা ক'রে যোগাড় ক'রে কা'রো ঘাড়ে দৈ কা'রো ঘাড়ে সন্দেশের চাপ দিয়ে হোমড়া, চোমড়া, ডাণ্ডাওয়ালা, গুতোওয়ালাকে খাইয়ে তাঁদেরও ধন্য করেন নিজেরাও ধন্য হন ও নিজেদের কদর বৃদ্ধি করেন। লোককে বুঝিয়ে দেন—দেখগো! তোমরা দেখো! আমাদের বাড়ী কা'রা কা'রা আসে, কাদের সঙ্গে আমাদের দহরম মহরম, বুঝেছো—আমরা ইচ্ছে করলে কি করতে পারি? কোন ক্ষুধার্ত্ত কাঙ্গাল দুটী ভাতের জন্য নিবেদন করলে উত্তর দেন—তুমি আমার বাপের ঠাকুর কিনা তাই ব্রাহ্মণ না খাইয়ে, ভদ্দর লোক না খাইয়ে, তোমাকে খাওয়াচ্ছি?

দাও প্রাণ ভ'রে গাল দাও এদের যারা—পুত্রের উপনয়ন দিয়ে সেই ব্রহ্মচারী নামধারী পুত্রের দ্বারা অন্য একজন বেকুব ধনশালীকে 'ভিক্ষা বাবা' বলিয়ে ঠকিয়ে থাকে। ভিক্ষা বাবা না পেলে ধনবতী বিধবা 'ভিক্ষা মা' জুটিয়ে যত রকমের স্বার্থ তার দ্বারা হ'তে পারে সব ক'রে নেয়। ব্রাহ্মণ্য জীবন আরম্ভ হ'তেই যারা স্বার্থের জন্য পরকে 'বাবা' বলতে সুরু করে মা বাপের শিক্ষায়—তাদের গাল দাও দ্বীপান্ত কর। প্রাণে একটুও ব্যথা লাগবে না। এদের অপরাধে শাস্ত্রকারগণকে ঘৃণা করতে নিষেধ করি।

আয়ুর্ব্বেদ, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান ইত্যাদি যে সমস্তই তাঁদের ব্যবস্থা। তাঁদের প্রতি অবিচার ক'রে তো তোমরা সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছ। আজ পাশ্চাত্য জগৎ তোমাদের পরিত্যক্ত শাস্ত্র কুড়িয়ে নিয়ে কি করছে দেখতে পাচ্ছ। তাঁরা তোমাদের জন্য কত যুগ যুগান্তর ধ'রে যা' ক'রে গিয়েছিলেন তোমরা তার আদর করলে না তার ফলভোগী হলো তোমরা যাদের বিধর্ম্মী বল তারা।

পরলোকে গুরুদাস বাবু।

—•—

স্বনামধন্য, দানবীর, জঙ্গিপুরে ৺বৃন্দাবনবিহারী দেব ঠাকুরের ও নিত্য সদাব্রত প্রতিষ্ঠাতা দেওয়ান ৺কীর্ত্তিচন্দ্র দত্ত (দেওয়ান কীর্ত্তি দত্ত) মহাশয়ের দৌহিত্র ৺গুরুদাস ধর মহাশয় গত ১৭ই কার্ত্তিক তারিখে বেলা ১২ টার সময় বাঞ্ছিতধামে গমন করিয়াছেন। ইঁহার অপেক্ষা বৃদ্ধতর লোক এতদঞ্চলে আছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়স ৯৭ বৎসর হইয়াছিল। পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, কন্যা, জামাতা, দৌহিত্র, আত্মীয় স্বজন পরিবেষ্টিত হইয়া এই বৃদ্ধ জমিদার যখন ইহলীলা সম্বরণ করেন, তখন সে দৃশ্য সাধারণ মৃত্যুশয্যার মত ভীতিজনক বলিয়া কাহারও বোধ হয় নাই। মানুষ এই রকম মৃত্যুই বাঞ্ছা করে। আজ স্বর্গীয় দেওয়ানজী মহাশয়ের পিণ্ড-দানের শেষ শলিতাটী নির্ব্বাপিত হইল। আমরা ধর মহাশয়ের আত্মার কল্যাণ কামনা করি। ভগবান ইঁহার শোক সন্তপ্ত আত্মীয় স্বজনগণকে সান্ত্বনা দান করুন।

পদরজের প্রভাব।

—•—

জামসেদপুরের একটী খবরে জানা যায়, তথাকার টাটার টিনের কারখানায় সাহেব জোন্স কোন কালা শ্রমিককে লাথি মারিয়াছিল। সে লাথিতে লোকটা একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়ে, পরে তাহাকে হাসপাতালে [illegible]য়া হইয়াছে, সেখানে তাহার নাকি এপর্য্যন্ত জ্ঞানই [illegible]নাই। তাহার প্রাণপাখী হয়ত সদ্য মুক্তিলাভ করি-[illegible] জন্য খাঁচার মধ্যে হুড়াহুড়ি করিতেছে—সাদার পায়ের ধূলার মহিমা ত কম নয়! যাহা হউক, লোকটার পীলের ওজন কতটা হয়, দেখিবার জন্য আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কালার প্লীহার উপর শ্বেতাঙ্গের পদস্পর্শের প্রভাব সম্বন্ধে একখানা পুস্তক লিখিলে নূতন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটা যে নূতন কিছু দান হইত এ বিষয়ে সন্দেহ নাই; দুঃখের বিষয়, মেয়ো বিবির বই সম্বন্ধে অনেকে মাথা ঘামাইতেছেন বটে, কিন্তু বিশ্বমানব জাতির পক্ষে এমন একটা প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহে কাহারও আগ্রহ নাই।

পিলচারের পাকামী।

—•—

পার্লামেণ্টের সদস্য মিঃ জর্জ্জ পিলচার এতদিনে তাঁহার কথার কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। ভারতবাসীদের প্রতি ভাল-বাসায় তাঁহার অন্তর নাকি একেবারে ডগমগ; সেই প্রেমে পড়িয়াই তিনি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ভারতের বিধবারা নোংরা চরিত্রের স্ত্রীলোক, এমন কথা তিনি বলেন নাই; তিনি শুধু, ইহাই বলিয়াছিলেন যে, হিন্দুদের বিধবা বিবাহ বিশেষতঃ বালবিধবাদের বিবাহ নিষিদ্ধ করার ফল ইহাই হওয়া স্বাভাবিক যে, বিধবারা হয় সংসারের দাসী বাঁদী হইয়া থাকিবে, না হয়, বেশ্যাদের দলবল বাড়াইবে। তাঁর বক্তৃতার কোথায়ও নাকি ঘৃণার ভাব একটুও নাই। বেশ ভাল কথা! কিন্তু পিলচার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহাদের দেশের বিধবারা ত একটা ছাড়িয়া ইচ্ছা করিলে দফায় দফায় দশটা বিবাহ করিতে পারে, তবে আর পিকাডলীর ঢলাঢলি, হাইড পার্কের লুকোচুরি, এসব চলে কেন? তবে আদালতে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলায় মাম-লায় বড় বড় ঘরের এত কেলেঙ্কারী বাহির হয় কেন? আগে নিজেদের ঘর সামলাও, নিজেদের ঘরের কথা চাপা দিয়া কোন বিদেশী যদি অপর বিদেশীর খুঁৎ বাছিয়া বাহির করিতে আসে—তবে তাহাতে যে অহমিকা এবং উপেক্ষা বা ঘৃণার ভাব থাকে, তুমি পিলচার তুমি তাহা না বুঝিতে পার, কিন্তু আমরা তাহা বুঝি! আমাদের অবস্থায় পড়িলে তুমিও বুঝিতে।

'শ্রীকৃষ্ণ'

জামাতার কাণ্ড।

—•—

নিমাই লস্কর নামে জনৈক ব্যক্তি তাহার শ্বশুরের একটী গরু চুরি করার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল। শনিবার আলিপুরে সাব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কে, সি, মুখো-পাধ্যায়ের এজলাসে এই মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। অভিযোগের বিবরণ এইরূপ, আসামী শ্বশুরের বাড়ীতে ঘর জামাই হইয়াছিল এবং শ্বশুরের একটি গরু চুরি করিয়া-ছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর প্রতি ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

হার চুরিতে নয় মাস।

—•—

উল্টাডাঙ্গায় একটি শিশুর গলা হইতে একগাছি সোণার হার ছিনাইয়া লওয়ার অভিযোগে নরেন্দ্রনাথ দাস নামক একজন লোক শিয়ালদহের দ্বিতীয় পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত জ্যোতিপ্রসাদ দাসের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল। প্রকাশ পুলিশ লোকটাকে গ্রেপ্তার করিলে সে হারটী গিলিয়া ফেলি-বার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সে তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। গত ৫ই নভেম্বর এই মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। বিচারক আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহাকে ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

নবজাত শিশু পরিত্যাগ।

—•—

দত্তপুকুর কলিকাতা লোক্যাল ট্রেণের একটী কামরায় ছয় দিন মাত্র পূর্ব্বে প্রসূত একটি শিশু সন্তানকে ফেলিয়া রাখিবার অভিযোগে কাশী হইতে আগত প্রভাবতী দেবী ওরফে শোভনা নাম্নী একটী বিধবা ও পতিতপাবন মুখো-

পাধ্যায় নামক একজন লোক পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইয়া শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছে। রেল পুলিশের ইনস্পেক্টার এ বিষয়ে তদন্ত করিয়া আসামীদ্বয়কে গ্রেপ্তার করেন এবং বিধবাকে পরীক্ষার্থ ইডেন হাসপাতালে পাঠাইয়া দেন। গত ৫ই নভেম্বর আসামীদ্বয়কে আদালতে হাজির করা হইয়াছিল। বিচারক। তাহাদিগকে জামিনে মুক্তি দিয়া মামলা মুলতুবী রাখিয়াছেন

সত্য কথা।

মিস্ মেয়োর পুস্তকের অনেক সমালোচনাই আমরা পড়িয়াছি, কিন্তু 'মালয় মেলে'র ইংরেজ সম্পাদক উহার যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহাকেই বলিব সেরা সমালোচনা ; কারণ সত্যাভিব্যক্তি তাহাতেই আছে। 'মালয় মেল' লিখিয়াছেন—আমরা ভারতবাসীদিগকে ভালবাসি বলিয়া বা ভারতবাসীরা আমাদিগকে ভালবাসে বলিয়া আমরা ভারতে যাই নাই। আমরা তলোয়ারের জোরে ভারত দখল করিয়াছি এবং যতদিন পারি তলোয়ারের জোরেই ঐ দেশ হাতে রাখিব। যখন আমাদের হাত হইতে তলোয়ার খসিবে, তখন অন্য লোকে ভারতবর্ষ দখল করিবে। মিস্ মেয়োর পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয়টী সম্পাদক যে এমন সোজা ভাষায় উন্মুক্ত করিয়া ধরিয়াছেন, এজন্য তিনি সকলেরই ধন্যবাদার্হ সন্দেহ নাই। 'শ্রীকৃষ্ণ'

ঘটক।

একখানি পণনিবারণী বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। ইহা পণপ্রথার উচ্ছেদ-সাধনার্থ বাহির হইয়াছে। আমরা ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যা আশ্বিন মাসের খানি পাইয়াছি। উহার উদ্দেশ্য সাধু। প্রত্যেক হিন্দুর বিশেষতঃ কন্যাদায়গ্রস্ত বাঙ্গালীর পড়া উচিত। বহু পাত্রপাত্রীর নাম ধাম দেওয়া আছে। মূল্য বার্ষিক তিন টাকা। ১৮ নং পীতাম্বর ভট্টাচার্য্যের লেন, কলিকাতা হইতে বাহির হইতেছে।

গর্ভনিবারণ চুর্ণ।

রুগ্না বা দরিদ্র রমণীগণ ইহা ব্যবহার করিয়া যতকাল আবশ্যক তাঁহাদের গর্ভসঞ্চার বন্ধ রাখিতে পারেন। ইহাতে জরায়ু বা ডিম্বকোষ (ওভেরী) চির দিনের মত নষ্ট করে না। ঔষধ বন্ধ করিলেই আবার গর্ভগ্রহণ শক্তি জন্মে। ইহাতে স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্য বিন্দুমাত্রও নষ্ট হয় না, বরং যৌবন শোভা দীর্ঘস্থায়ী হয়। ব্যবস্থা পত্রে সকল গোপনীয় কথা লেখা থাকে। টিকিট দিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয়। দরিদ্র দেশে অবাধে ব্যবহারের নিমিত্ত এবং গুণ প্রচারার্থ আপাততঃ দীর্ঘকালের উপযোগী এক কৌটার মূল্য ডাঃ মাঃ সহ ১।০ এক টাকা চারি আনা।

ঠিকানা—

মেসার্স বি, দে, এণ্ড সন্স।

পোঃ বারদী, জিলা ঢাকা।

মাভৈঃ! মাভৈঃ!!

কলেরা বিজয়।

ভীষণ কলেরার জন্য ভীত হইবেন না। নিম্ন ঠিকানা হইতে কলেরা বিজয় নামক ঔষধটী সংগ্রহ করিয়া রাখুন। নিকটে কলেরা দেখা দিলে বা পাতলা দাস্ত হইলে ব্যবস্থামত ব্যবহার করাইয়া সকলকে উক্ত ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্তি প্রদান করুন। প্রারম্ভে সেবনে রোগ অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়। শিশু ও গর্ভিণী নির্ভয়ে সেবন করিতে পারে। বহু পরীক্ষিত বলিয়া প্রতি গৃহে রাখিতে এবং সময়ে ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি। অনুরোধ রক্ষা করিলে অর্থ নষ্ট ও শারীরিক কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইবেন। অলমতি বিস্তরেন। মূল্য মাত্র ৷০ আট আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ডাঃ শ্রীসীতানাথ দাস,
ই, এচ, পি, এণ্ড এচ, পি, পি।
সর্ব্বমঙ্গলা ঔষধালয়।
হামরুল, রাজগাঁ, বীরভূম।
ব্র্যাঞ্চ:—রাজগাঁ, বীরভূম।

দারুণ গ্রীষ্মে 'জবাকুসুম' বিশেষ আরামপ্রদ

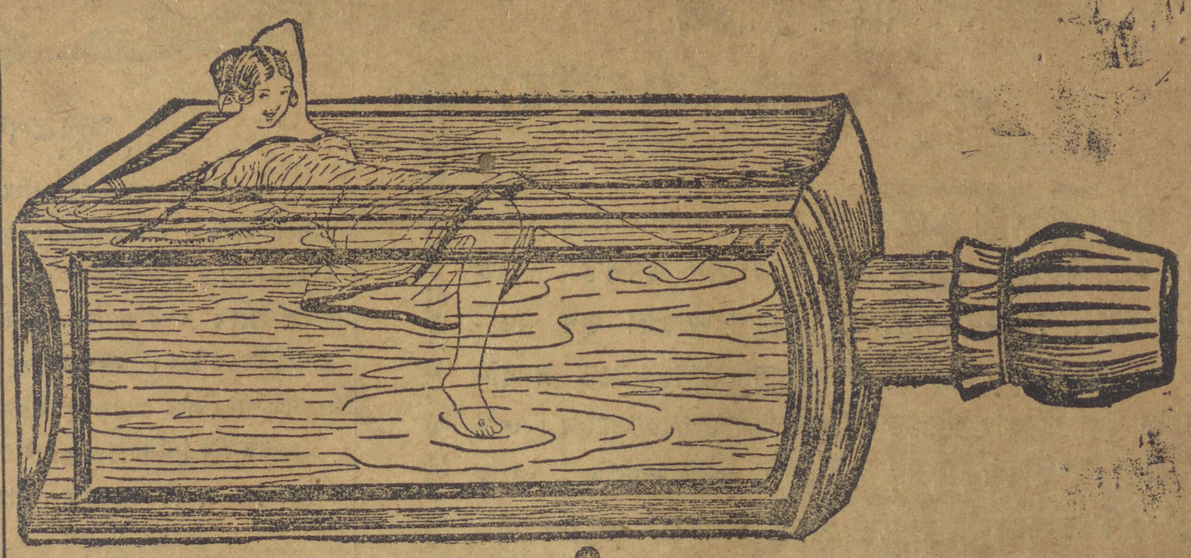

—স্নানে ও প্রসাধনে প্রত্যহ 'জবাকুসুম' ব্যবহার করিবেন—

'জবাকুসুম' প্রত্যেক বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়। সি, কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ, ২৯ নং কলুটোলা, কলিকাতা।

কলিকাতার বহুদর্শী ডাক্তার ও কবিরাজগণ কর্তৃক বিশেষভাবে পরীক্ষিত ও প্রশংসিত।

নূতন জ্বর চব্বিশ ঘণ্টায় আরোগ্য।

বেঙ্গল আয়ুর্ব্বেদিক ওয়ার্কস
চাঁদ মার্কা পাচন

পুরাতন জ্বর তিনদিনে আরোগ্য।

দেশী গাছগাছড়া ও ধাতুঘটিত উপকরণে প্রস্তুত বলিয়াই এদেশীয় রোগীর পক্ষে এত ফলদায়ক।

যথার্থই পাঁচন—জ্বরের ব্রহ্মাস্ত্র আবার সালসার কাজ করে।

জ্বর বন্ধের পরও কয়েক দিন সেবন করিলে জ্বরের কীটাণু গুলি একেবারে নষ্ট করিয়া ক্ষুধাবৃদ্ধি এবং শরীর সুস্থ ও সবল করে।

প্রতি শিশি ৷০ আনা।] [প্রতি শিশি ৷০ আনা।

ইহা সেবনে নূতন পুরাতন ম্যালেরিয়া, কুইনাইন আটকান, প্লীহা ও লিভারঘটিত, পালা, কম্প প্রভৃতি যে কোন প্রকারের জ্বর হউক না কেন, নির্দ্দোষভাবে আরোগ্য হয়। উপকার দেখিয়া বিস্মিত হইবেন।

চিঠি লিখিবার ঠিকানা—বসাক ফ্যাক্টরী, ৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

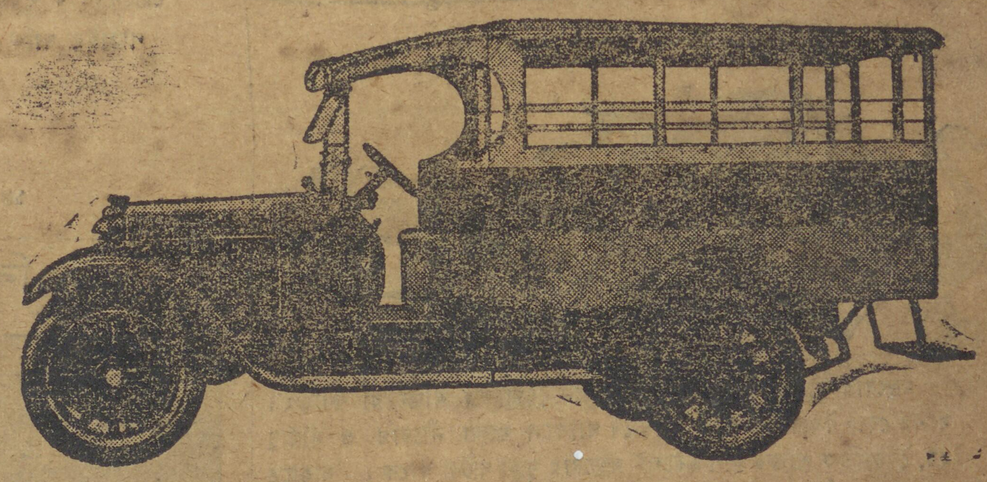

সু-সংবাদ! সু-সংবাদ! সু-সংবাদ!

আর ভাবিতেছেন কেন?

ঘরে বসিয়া কলিকাতার রে মাল।

অর্থ উপার্জ্জনের চমৎকার উপায়, সামান্য পুঁজিতে লাভবান হইবার অদ্বিতীয় পন্থা, সখ মিটাইবার উপযুক্ত সময়।

মোটর কার, মোটর বাস, মোটর লরি।

ফোর্ড, চেভরলেট এবং ডজ ব্রাদার্সের

যে কোন প্রকারের গাড়ী, নগদ বা ধারে যেমন ইচ্ছা পাইতে পারিবেন। বিস্তারিত বিবরণের জন্য অদ্যই প লিখুন বা স্বয়ং দেখা করুন।

মুখার্জ্জী ব্রাদার্স, মোটরকার এজেন্টস্,
খাগড়া, (মুর্শিদাবাদ।)

সুদীর্ঘ ৪৮ আটচল্লিশ বৎসরের সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ফার্ম্মেসী।

ইহার কারখানা ও হেড অফিস ছাড়া প্রধান প্রধান সহরগুলির অধিকাংশ স্থলেই শাখা ঔষধালয় স্থাপিত। এই ফার্ম্মাসীর বিশেষত্বই হচ্ছে, ঔষধের মূল্য অপেক্ষা গুণ অত্যধিক, তাই, সাধারণ কুঁড়ে ঘরের অধিবাসী হইতে ধনবান ব্যক্তি ইহা ব্যবহার করিতে পারিতেছেন ও করিতেছেন। এই ফার্ম্মাসীর "আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা"র এতই কাটতি, হাতে তৈয়ার ক'রে সরবরাহ করিতে পারা যায় না, তজ্জন্য এই বটীকা মেসিনে তৈয়ার হইতেছে। নিম্নলিখিত রোগ লক্ষণে এই বটীকা অব্যর্থ। বত্রিশ বটীকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা।

রোগ লক্ষণ ঃ—

শুক্র সম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়া, ধাতু দৌর্ব্বল্য, মেহ, অজীর্ণ, কোষ্ঠ কাঠিন্য, শুক্রক্ষয়জনিত মাথাধরা, মাথাঘোরা প্রভৃতি, স্বপ্নদোষ, অকালিক ক্ষয়, মেধাশক্তির হ্রাস, বহুমূত্র প্রভৃতি পুরুষের। স্বল্পরজঃ, অতিশয় রজঃস্রাব, বাধক, সূতিকা প্রভৃতি স্ত্রীলোকের রোগলক্ষণ নিরাময় করিতে "আতঙ্ক নিগ্রহ বটীকা" অদ্বিতীয় মহৌষধ।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মাসী।

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিম্নঠিকানায়ও এই ঔষধ বিক্রয় হয়।

জঙ্গিপুর সংবাদ আফিস।

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

ইলেক্ট্রিক সলিউসন

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে আত অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের [illegible]তা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর, মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা, সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির প[illegible] ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহা[illegible] রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, [illegible]নে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। [illegible]একমাস ব্যবহারের উপযোগী প্রতি শিশি মায় মাশুল সমেত ১॥০ দেড় ট[illegible]।

অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া [illegible]বেন।

সোল এজেণ্ট—ডিঃ ডি[illegible]জরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ [illegible]। কলিকাতা।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমস্থত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহকক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸০ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৶০ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১৷৵০ এক টাকা পাঁচ আন।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১॥০ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶০ এক টাকা তিন আনা.

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বৈকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ॥০ আট আনা, মাশুলাদি ৷৵০ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেরিটিবাজার, কলিকাতা।

বিনা অস্ত্রে আরোগ্য

অপেরীণ।

ডক্তার বি, এন, রায় করেন আবিষ্কার,
ল্যান্সেটের খোঁচা খেতে হবে নাকো আর।
বাগী, ফোড়া, পৃষ্ঠাঘাত আদি যত রোগে,
অপরেশন করে লোক কি যন্ত্রণা ভোগে।
প্রথম অবস্থাতে যদি করেন ব্যবহার,
একেবারে বসে যাবে পাকবে নাকো আর।
পরবর্ত্তী অবস্থাতে আপনি যাবে ফেটে,
কষ্ট পেতে হবে না আর ছুরী দিয়ে কেটে।
দামও মোটে একটী টাকা মাশুল আট আনা,
ফতেপুর, গার্ডেনরীচ (কলিকাতা ঠিকানা)।
ডাক্তার বি, এন, রায় এই ঠিকানায় থাকে,
ঔষধ পাইতে হইলে পত্র লিখুন তাকে।

দামোদর সুধা।

ম্যালেরিয়া জ্বর, প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বর, নূতন ও পুরাতন জ্বর, পালা ও কম্প জ্বর, প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য ॥৵০ দশ আনা।

স্পিরিট ক্যাম্ফর

ওলাওঠা (কলেরা) উদরাময় প্রভৃতি রোগের প্রথমাবস্থায় অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। মূল্য ।৵০ ছয় আনা একত্রে ৩ শিশি ১৲

ডাক্তার—বি, রায় এণ্ড কোং কেমিষ্টস।

ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেন রীচ. কলিকাতা

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত